সুরাইয়া আপার নিরুপম যাত্রা

॥ কামরুন জিনিয়া ॥

সুরাইয়া আপাকে নিয়ে লিখবো, এটি আমার জন্য একটি আকস্মিক ঘটনাই বলতে হবে। আমি এর জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আপার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে সালিলার (সৈয়দা সালিলা খানম সালাহউদ্দিন, ডঃ সুরাইয়া খানমের একমাত্র কন্যা) ই-মেইল পাই ২৬ মে, ২০০৬-এ। প্রবহমান সময় কারো জীবনে কখনও কখনও থমকে যায়। মনে হলো আমার সে রকমই হলো। প্রথমে ভেবেছি এটা সাময়িক, কেটে যাবে। স্মরণকালের ভিতর কখনও এমন হয়নি আমার। মনে হলো, বুকের ভেতর কোথাও যেনো একট সূতো ছিঁড়ে গেছে, আর কোনো দিন জোড়া লাগবে না। কেমন একটা নিশ্চেতনতা এসে ভর করেছে দেহের ওপর। ব্যাপারটি সম্ভবত আমার অবচেতনায় একদম গেঁথে গিয়েছে।

সুরাইয়া আপার সঙ্গে আমার পরিচয়, কথোপকথন গত তিন বছর ধরে, ২০০৩ থেকে। প্রচুর কথা বলেছি বিভিন্ন সময়ে, কখনো কখনো ঘণ্টা ছাড়িয়ে। কথা বলতে বলতে সময় গড়িয়ে যেতো খুব দ্রুত। এই অল্প সময়ে আপা কখন যে আমার হৃদয়ের এতো কাছে চলে এসেছিলেন টেরও পাইনি। মনটা অদ্ভুত রকমে বিষাক্ত হয়ে আছে সেই ২৬ তারিখ সকাল থেকেই, আজও, এখনও।

সুরাইয়া আপাকে নিয়ে আমার ভাবনাগুলো ছোট ছোট এবং থোকা থোকা। যেগুলো দিয়ে একটি একক মালা গড়ে তোলা আমার জন্য দুসাধ্যই। তার মতো একজন এতো বড়ো মাপের মানুষকে বিশেষ করে তাঁর চরিত্রের, ব্যক্তিত্বের বহুমাত্রিকতার সবগুলো দিককে ধরা বা বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব। সুরাইয়া আপাকে নিয়ে ভাবতে বসলে প্রথমে তিনি ছায়ার মতো ভেসে ওঠেন। তারপর একটু একটু করে আলো ঢোকে সে ছায়ায়। যত আলো প্রবেশ করে, ততই উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন সুরাইয়া আপা আমার কাছে, ততই উপলব্ধি করতে পারি কতোটা বিস্তৃত ছিল তার ভূবন। কতোটা সমৃদ্ধ ছিলো তার পৃথিবী। সুরাইয়া আপা প্রথম আমার কাছে ছিলেন রবি ঠাকুরের উপন্যাস "শেষের কবিতা"র লাবণ্য হিসেবে। অথবা বাংলাদেশের কীটস বলে খ্যাত অকাল প্রয়াত কবি আবুল হাসানের ভালোবাসা হিসেবে, যিনি তার শেষ কাব্যগ্রন্থ "পৃথক পালঙ্ক" উৎসর্গ করেছিলেন সুরাইয়া খানম নামের এক অসাধারণ নারীকে। সে আমার কাছে তখন রহস্যময়ী সুরাইয়া খানম, যে রহস্য কখনোই পুরোপুরি উন্মোচিত হয় না সাধারণ মানুষের কাছে। শুধু রবি ঠাকুরের শেষের কবিতায় লাবণ্যর ভূমিকায় অভিনয় কেনো, আমি বুঝতে পারি, তার মেধা, কবিতা, জীবন দর্শন, গবেষণা, প্রতিভা, সৌন্দর্য, খ্যাতি অখ্যাতি সবকিছু মিলিয়ে সুরাইযা খানম ছিলেন সমকালীন বাংলাদেশে শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিত ব্যক্তি। যিনি ছিলেন সময়ের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রবর্তী। ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন সুরাইয়া আপা। যুগ যুগ ধরে চলে আসা সনাতন পদ্ধতি, প্রথাগত মূল্যবোধ, নিয়ম ও কাঠামোর বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। যে সমস্ত অভিধায় অভিষিক্ত হয়ে একজন মানুষ মহৎ বা মহতী হয়ে ওঠেন, কিংবদন্তী হয়ে ওঠেন, তার প্রায় সবগুলোই সুরাইয়া আপার মধ্যে ছিলো। সুরাইয়া আপা এতো বেশি গুণের অধিকারী ছিলেন যে আমার লিখতে বসে ভয় হচ্ছে কোনটা আবার বাদ দিয়ে ফেলি নিজের অজান্তে।

ডঃ সুরাইয়া খানম

অসাধারণ, দুর্লভ এই সুরাইয়া খানমের জন্ম ১৩ মে, ১৯৪৪ সালে, যশোহরে। স্কুল জীবন থেকেই কবিতা লেখা শুরু করেন। 'সমকাল'-এ প্রকাশিত হয়েছিলো তার প্রথম কবিতা। নাচ ও গানে তখন সমান পারদর্শী ছিলেন। এসএসসি (তখনকার ম্যাট্রিক) পাশ করার পর তিনি করাচীতে পড়াশুনা করেন এবং পরবর্তীতে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বকনিষ্ঠা অধ্যাপিকা হিসেবে কিছুকাল দায়িত্ব একজন ফুলব্রাইট স্কলার হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের University of Arizona-তে আসেন এবং এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ইংরেজি সাহিত্যে এমএ ও পরবর্তীতে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। তার Dissertation (গবেষণা)-এর বিষয়বস্তু ছিলো 'Gender and the Colonial Short Story: Rudyard Kipling and Rabindranath Tagore (England,

একমাত্র কন্যা সৈয়দা সালিলা খানম এবং স্বামী সৈয়দ সালাহউদ্দিনের সাথে ডঃ সুরাইয়া খানম।

হ্যারিকেন ক্যাটরিনা আঘাত হানে আমি ও আমার ফ্যামিলি Evacuate করে চলে যাই টেক্সাসে, আমার বড়ো ভাইয়ের বাড়িতে। কাউকে জানানোর মতো সময়ও ছিলো না। হ্যারিকেনের কারণে আমাদের সেলফোনও তখন কাজ করছিলো না। সেলফোনে না পেয়ে প্রায় সবাই ই-মেইল করে আমাদের খবর নিয়েছেন। মাত্র যে ২/৩ জন আমার ভাইয়ের বাড়ির ফোন নম্বর যোগাড় করে আমাকে অবাক করে ফোন করেছিলেন– আমার প্রিয় সুরাইয়া আপা তাদের একজন। টিভিতে হ্যারিকেনের তাণ্ডবলীলা দেখে তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন আমাদের কথা ভেবে, আমাদের ছোট মেয়েটির কথা ভেবে, বার বার জিজ্ঞেস করেছিলেন। প্রচণ্ড আবেগে আমার দু চোখ চিকচিক করে উঠেছিলো। আসলে ভালোবাসাতো এমনই কিছু দুর্লভ মুহূর্ত আর তার অনুভূতি।

সুরাইয়া আপার মৃত্যুসংবাদ জেনে মনটা আরো বেশি বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিলো সালিলার কথা ভেবে। বিশেষ করে তার ই-মেইল পেয়ে, হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত তার লেখা তার মায়ের জন্য Tribute-টি পড়ে। ২০০৩-এ হারালো বাবাকে, আর এখন মাকে– তার আর কেউ রইলো না। এতোটুকু মেয়ে কী করে সামলে নিচ্ছে সব ভাবতে অবাক লাগে। বাবা-মায়ের যোগ্য সন্তান সে, মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়েই ছুটে এসেছিলো টুসানে ওয়াশিংটন থেকে ওর গ্র্যাজুয়েশন ফেলে, যে গ্র্যাজুয়েশনে সুরাইয়া আপার উপস্থিত থাকার কথা ছিলো। পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেনো সালিলাকে যথেষ্ট মনে শক্তি দেন, এই কঠিন সময় যেনো পার হতে পারে।

২০০৩-এ স্বামী সৈয়দ সালাউদ্দিন সাহেবের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ও আকস্মিক মৃত্যুর পর সুরাইয়া আপা সাময়িকভাবে মারাত্মক ভেঙে পড়েন, যেটা খুবই স্বাভাবিক। তখনই, সে দিনগুলোতেই আপার সাথে আমার প্রথম কথা হয়। আমার তখন টানাপোড়নেরও শেষ নেই কোনো। মনে হতো, আজ আরও বেশি করে মনে হয়, এমনি টানাপোড়েনের অজস্র অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সুরাইয়া আপা অনুক্ষণ হেঁটে যাচ্ছিলেন। তবুও থেমে যাননি। ভেঙে পড়েননি, হতাশ হননি। ম্যাসিভ স্ট্রোকটি আঘাত হানার দুদিন আগেও রঙ তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে বসেছিলেন, প্রায়ই বসতেন– যেনো চিত্রিত বা নির্মাণ করতেন কিছু জিনকেই ভেঙেচুরে। কোনো কিছুর জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন কিনা জানি না। তবে এ যেনো অন্য জীবন। জীবনের বিপরীতে ভিন্ন জীবন। অন্য রকম অনুভূতি। যে অনুভূতি মানুষকে উজ্জ্বল করে তোলে। দর্শনের গভীরতায় ডুবিয়ে দেয়। যার সহজ ব্যাখ্যাও হয়তো মেলে না।

মরুময় অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যের টুসানে আপা একা থাকতেন ২০০৩-এ স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে। আকাশলীনার একটি কপি পাঠিয়েছিলাম আপাকে ২০০৪ সালে, মনে আছে ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত আকাশলীনা হচ্ছে একটি সাহিত্য সংকলন, যেখানে শুধুমাত্র প্রবাসী কবি- লেখক - লেখিকাদের নির্বাচিত লেখাগুলো নিয়ে আমি প্রতিবছর পহেলা বৈশাখে (১৫ এপ্রিল) এই সংকলনটি প্রকাশ করে আসছি ২০০১ সাল থেকে। সুরাইয়া আপা আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন আরও এগিয়ে যাবার জন্য এবং এটাকে ধরে রাখবার জন্য। এ বছর ২০০৬-এ আকাশলীনার জন্যে আপা তার ৮টি কবিতা আমাকে ফ্যাক্স করেন ফেব্রুয়ারির শুরুতে, যার থেকে ৬টি কবিতা আমি আকাশলীনায় ছাপি। খুব সম্ভবত প্রকাশের জন্যে নিজের হাতে পাঠানো এগুলোই সুরাইয়া খানমের শেষ কবিতা। বইটি দেখার জন্যে খুব উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। অন্তত কিছুটা শান্তি পাই এই ভেবে যে, মৃত্যুর মাত্র দু'সপ্তাহ আগে বইটি আপার হাতে পৌঁছায়। আপা প্রাপ্তি সংবাদ জানিয়ে আমাকে ই-মেইল করেন। এই ই-

সুরাইয়া আপার নিরুপম যাত্রা

(১৩ পাতার পর)

সচেতন একজন প্রাজ্ঞ মানুষ, বোধ ও উপলব্ধিতে প্রবল অনুসন্ধানী– যার মধ্যে মেধা, প্রতিভা ও সৌন্দর্য একাকার হয়ে মিশে ছিলো, যা সত্যিই দুর্লভ।

তার কলাম, কবিতা বা প্রবন্ধগুলো পড়লে যে কেউ বলবেন লেখক হিসেবে সুরাইয়া খানম আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বহু দিক স্পর্শ করেছেন চিন্তার সততা, জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও প্রাখর্য নিয়ে। প্রচণ্ড অনুভূতিপ্রবণ সুরাইয়া খানম তার আবেগকে সংযত করতে জানতেন মেধা ও নিষ্ঠার একাগ্রতায়। যার ফলে তার কবিতা হয়ে উঠতো হৃদয়গ্রাহী ও অতলস্পর্শী। গভীর জীবনবোধে বিধৃত। এখানেই সুরাইয়া আপার কৃতিত্ব ও সার্থকতা। আর এখানেই তিনি তার সময়ের অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র ও অনন্য। অপর একটি কবিতা আছে 'লং ডিসট্যান্স রানার' শিরোনামে, আমার খুব ভালো লাগে, কবিতাটিতে সুরাইয়া খানমকে কিছুটা যেনো বোঝা যায়, ধরা যায়। কবিতাটি জানিনা কোথাও প্রকাশিত হয়েছিলো কিনা, আপা আমাকে পাঠিয়েছিলেন আকাশলীনার জন্যে। কবিতাটি হলো–

লং ডিসট্যান্স রানার আমি
সদা সর্বদা ফ্রন্টিয়ার পেরিয়ে যাই
যত বেড়াজাল আচার বিচার নিষেধ শাসন
দমন ও ত্রাস– পেরিয়ে যাই। অতিক্রম করে
যাই ঘৃণা।
হৃদয়ে ও মেধায় জ্বালাই দীপশিখা
হাতে নিয়ে সে মশাল তীর বেগে ছুটে যাই।
ঐতিহাসিক কলোনিয়াল ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম
করে যাই।

আমারও ক্লান্তি আছে, নিদ্রা আছে।
আমারও সপ্রেম আশা আছে।
আমি যাবো সুদর্শনা অপরূপা মাতৃভূমিতে।
লং ডিসট্যান্স রানার আমি, আমি সেই দেশে
যাবো।
এখানে সেখানে নাই, অনুভবে আছে।
আছে মাতৃভূমি আছে, একুশের কুয়াশা ভেজা
চোখের পাতায়।
আমার মেধার কোন শহীদ মিনার নাই
তারা কেউ হয়নি শহীদ– তারা মৃত নয়।
তারাও চলেছে সঙ্গে অপরূপা মাতৃভূমি
আশে।
আমার সময় নেই, আমি তীক্ষ্ণ ছুটতেই
জানি।

সুরাইয়া খানম এখন আর আমাদের মধ্যে নেই। সবকিছুর ঊর্ধে চলে গেছেন তিনি। তার কর্মময় জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এগিয়ে চলাই হবে তাকে যথার্থ শ্রদ্ধা জানানো। জীবনবাদী শিল্প যাপনের ভেতর দিয়ে একজন কবি খুঁজে বেড়ান জীবনের পরম সত্যকে। এক সময় প্রগাঢ় ও বিমূর্ত হয়ে ওঠে তার সে আবিষ্কার। তখন তিনি নির্ণয় করতে চান এক অনাদি অনন্ত সম্পর্কের স্বরূপ সত্যকে। এ সত্যকে সুরাইয়া আপা অনুভব করেছিলেন তার নিজস্ব আবেগে, নিজস্ব অস্তিত্বে, নিজস্ব উপলব্ধিতে। তাই তার মৃত্যু, চলে যাওয়া আমার কাছে হয়ে ওঠে এক নিরুপম যাত্রা অনন্তের দিকে– পরম সত্যের দিকে। তার পরমোজ্জ্বল মানস, সৃজনশীলতা, মননশীলতা, জ্ঞানের ও সুরুচির চর্চা স্মরণে, এক চমৎকার অনাড়ম্বর অথচ আশ্চর্য ঐশ্বর্যশালী উদ্ভাসে সুরাইয়া খানম আরও বেশি বেঁচে থাকার আস্বাদনে উদ্ভাসিত হয়ে থাকবেন।

সুরাইয়া আপা, যা কিছু মলিনতা তা আর তোমাকে স্পর্শ করবে না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অজস্র টানাপোড়েনের ভেতরেও, বেদনার মধ্যেও দৃঢ়তার সঙ্গে তুমি তোমার আশাবাদী দীপ্র মশালকে ঊর্ধে তুলে ধরে রেখেছিলে। তুমি ছিলে হীরক খণ্ডের মতোই উজ্জ্বল আর দ্যুতিময়। জীবন চলে যায়, চলে যাচ্ছে, চলে যাবেও আপন নিয়মে। তবুও এই যাওয়ার মধ্যেও কেউ কেউ সত্যিই হেঁটে যায় সময়ের গণ্ডি উৎরিয়ে। তুমি ছিলে তাদেরই একজন। একজন লং ডিসট্যান্স রানার!

নিউ অরলিন্স, লুইজিয়ানা।

বিনামূল্যে চিকিৎসা

আপনি কি নিচের উপসর্গগুলোতে ভুগছেন?

বিষন্নতা (ডিপ্রেশন)

সারাক্ষণ বিমর্ষ ভাব, প্রাত্যহিক জীবনে আগ্রহ হারানো, অসুখী দশা, আস্থা হারানো, ক্ষুধা মন্দা অথবা ক্ষুধাবৃদ্ধি, আশাহীনতা, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা, চোখের পানি পড়া।